যায়যায়দিন

তারিখ ... [illegible]
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

লাপাত্তা ৫০ ইউনিভার্সি শিক্ষক বরখাস্ত, চাকরি যাচ্ছে আরো ৫০ জনের

আতিক রহমান পূর্ণিয়া ও শফিক ইসলা

হায়ার স্টাডিতে, বেড়াতে বা অন্য কো কারণে বিদেশে গিয়ে অনুমোদিত ছুটির বাইরে বিদেশে থেকে যাওয়ায় দেশের ১৫ পাবলিক ইউনিভার্সিটির ৫০ শিক্ষককে বরখাস্ত করা হয়েছে। একই কারণে আরো ৫০ শিক্ষক চাকরি হারাে যাচ্ছেন। অবৈধ অনুপস্থিতির জন্য এ ১ শিক্ষকের কাছে সরকারের পাওনা দাঁড়িয়েছে প্রায় ১০ কোটি টাকা। এ টা উদ্ধারের জন্য মামলা করা হবে। কাজে লাগানো হবে বিভিন্ন দেশের বাংলাদেশ দূতাবাসকে। সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চাহিদা অনুযায়ী এ সম্পর্কে দেশের ১৪টি

পৃ-১৫ ক

লাপাত্তা ৫০ হডানভাসাট শিক্ষক বরখাস্ত

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

পাবলিক ইউনিভার্সিটির তথ্য নিয়ে একটি রিপোর্ট দিয়েছে ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশন (ইউজিসি)। একটি ইউনিভার্সিটির তথ্য পাওয়া গেছে যায়যায়দিনের নিজস্ব অনুসন্ধানে।

জানা যায়, বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির শিক্ষকরা হায়ার স্টাডিসহ বিভিন্ন প্রয়োজনে দেশের বাইরে গিয়ে অনুমোদিত ছুটির বাইরে বছরের পর বছর বসবাস করছেন। কেউ কেউ বিদেশে স্থায়ী বাসিন্দাও হয়ে পড়েছেন। এ সময়ের মধ্যে তারা দেশের ইউনিভার্সিটি থেকে বেতন নিয়েছেন, বাড়ি ভাড়া তুলেছেন। তাদের অনেকের কাছেই আছে ইউনিভার্সিটি বা অন্য কোনো সংস্থার দেয়া বৃত্তির টাকা বা ইউনিভার্সিটি থেকে নেয়া ঋণ। এ শিক্ষকদের অধিকাংশ প্রথমে হায়ার স্টাডির জন্য বিদেশে যান। পরে সেখানে ভালো সুযোগ-সুবিধা পেয়ে তারা ইচ্ছাকৃতভাবে ঠিকানা বদল করে লাপাত্তা হয়ে যান। চাকরিতে যোগদানের কিছুদিন পরই অনেক লেকচারার শিক্ষা ঋণ নিয়ে ইওরোপ, আমেরিকা, কানাডা, আফ্রিকাসহ বিভিন্ন দেশে পড়তে যান। বিদেশে অবস্থানকালে তারা নির্ধারিত কিস্তিতে টাকা ফেরত দেন যার যার ইউনিভার্সিটিকে। সাধারণত তারা যান এমফিল অথবা পিএইচডি করতে।

বিদেশে যাওয়ার সময় ইউনিভার্সিটির সঙ্গে তাদের চুক্তি থাকে, কোর্স শেষে তারা দেশে ফিরে আসবেন এবং কাজে যোগ দেবেন। কোনো শিক্ষক প্রাথমিকভাবে ছয় মাস বা এক বছরের জন্য ছুটি নিয়ে বিদেশে গিয়ে একাধিক কিস্তিতে সর্বাধিক চার বছর পর্যন্ত সে ছুটি এক্সটেনশন করতে পারেন। এর বাইরে কেউ বিদেশে অবস্থান করলে তা হয় অননুমোদিত ছুটি। এ রকম ছুটি শেষে ফিরে এলে সর্বাধিক দু'বছরের বেতন-ভাতা কর্তৃপক্ষ পরিশোধ করে দেয়। এর অতিরিক্ত হলে তা হয় লিভ উইদাউট পে।

ঢাকা ইউনিভার্সিটি প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশ গিয়ে আর ফিরে আসেননি তাদের ওখানে এমন শিক্ষকের সংখ্যা ১২ জন। তাদের চাকরিচ্যুত করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন ঢাকা ইউনিভার্সিটির ভিসি প্রফেসর এসএমএ ফায়েজ। তাদের কাছে ঢাকা ইউনিভার্সিটির পাওনা প্রায় ৫০ লাখ টাকা। ওই টাকা আদায়ের জন্য নানাভাবে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে কর্তৃপক্ষ। বাংলাদেশে ও বিদেশে দেয়া ঠিকানায় যোগাযোগ করেও তাদের হদিস পায়নি কর্তৃপক্ষ।

ভিসি প্রফেসর ফায়েজ জানান, ঢাকা ইউনিভার্সিটির মোট ১৮ জন শিক্ষক দেশের বাইরে অনুমোদনহীনভাবে অবস্থান করছেন। ফিরে আসার জন্য সময় বেঁধে দিয়ে তাদের চিঠি দেয়া হয়েছিল। তাদের মধ্যে ছয়জন চিঠি পাওয়ার পর এসে কাজে যোগ দিয়েছেন অথবা আরো সময় চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছেন। তাদের ছাড়া বাকি ১২ জনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

সংসদীয় কমিটিতে পাঠানো ইউজিসির তথ্য থেকে জানা যায়, অনুমোদনহীনভাবে বিদেশে থেকে যাওয়ার কারণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি ইউনিভার্সিটির পাঁচ শিক্ষককে বরখাস্ত করা হয়েছে। তাদের কাছে ইউনিভার্সিটির পাওনা প্রায় ৩৮ লাখ টাকা।

রাজশাহী ইউনিভার্সিটির ১৭ শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। তাদের কাছ থেকে পাওনা অর্থ আদায়ে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর বাংলাদেশ দূতাবাসের মাধ্যমে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। বুয়েটের দুই শিক্ষককে ইতিমধ্যে অপসারণ করা হয়েছে। তাদের দেনা-পাওনার হিসাব এখনও চূড়ান্ত করতে পারেনি কর্তৃপক্ষ। বুয়েটের অপর এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে চার্জশিট দেয়ার পর তিনি ছুটি বাড়ানোর আবেদন করেছেন। আরেকজন ফিরে এসে চাকরিতে যোগ দিয়েছেন।

চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটির অননুমোদিতভাবে বিদেশে থাকা ১০ শিক্ষকের মধ্যে একজনকে অপসারণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। চারজনকে কাজে যোগ দেয়ার জন্য চিঠি পাঠিয়েছে কর্তৃপক্ষ। আরো পাঁচ শিক্ষকের বিরুদ্ধে চলছে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া।

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইউনিভার্সিটির ৩৪ লাপাত্তা শিক্ষকের মধ্যে চারজন সম্প্রতি পদত্যাগ করেছেন। ১৬ জনকে ইউনিভার্সিটির পাওনা ফেরত দেয়ার জন্য চিঠি দেয়া হয়েছে। এ ১৬ জনের মধ্যে ১০ জনকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। বাকি ১৪ জনের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

অনুমোদনহীন ছাড়া বিদেশে থাকায় গাজীপুরের ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি ইউনিভার্সিটির দু'শিক্ষককে অপসারণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি ইউনিভার্সিটির এক শিক্ষককে ইউনিভার্সিটির ৩ লাখ ৩৭ হাজার ৫০০ টাকা ক্ষতি করে অবৈধভাবে বিদেশে অবস্থানের দায়ে বরখাস্ত করা হয়েছে। ওই শিক্ষকের কাছে টাকা আদায়ের নোটিশ পাঠানো হয়েছে।

অবৈধভাবে বিদেশে থাকা ইসলামী ইউনিভার্সিটির এক শিক্ষকের কাছ থেকে পাঁচ লক্ষাধিক টাকা উদ্ধারের জন্য মামলা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। একজন শিক্ষককে চাকরি থেকে অপসারণের জন্য কর্তৃপক্ষ পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিলে তিনি পদত্যাগ করেন। আরো তিন শিক্ষকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি ইউনিভার্সিটির এক শিক্ষককে অপসারণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি ইউনিভার্সিটির দুই শিক্ষককে কাজে যোগ দেয়ার তাগিদ দেয়া সত্ত্বেও তারা কাজে যোগদান না করায় তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে ইউজিসি চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. এম আসাদুজ্জামান বলেছেন, দেশের গরিব মানুষের টাকা খরচ করে এ শিক্ষকরা বিদেশে গিয়ে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তারা দেশে না ফেরায় তাদের পেছনে খরচ হওয়া টাকার সবটাই জলে যাচ্ছে। যারা কমনওয়েলথ বা অন্য কোনো বিদেশি বৃত্তি নিয়ে গেছেন তারাও আসলে এ দেশের জন্য বরাদ্দ টাকাই নিয়েছেন। সুতরাং তাদের টাকাও ফেরত পাওয়ার ব্যবস্থা নেয়া হবে।